দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 0 9 OCT 2002
পৃঃ ১৩ কলাম ২

শিক্ষা সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ

বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এ যাবৎ মাত্র এক বছরের মধ্যে সামগ্রিক শিক্ষা ক্ষেত্রের সংস্কার উন্নয়নে লক্ষ্য করার মতো বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। বিগত আওয়ামী সরকারের ভঙ্গুর ও দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার অবনতিশীল পরিস্থিতির উন্নতিসাধন করা এ স্বল্পসময়ের মধ্যে সুকঠিন কাজ হলেও বর্তমান সরকারের আশাব্যঞ্জ পদক্ষেপগুলো নিরপেক্ষ মূল্যায়ন-পর্যালোচনায় নিঃসন্দেহে প্রশংসা দাবীদার। গৃহীত পদক্ষেপসমূহ যথাসময়ে এবং যথাযথভাবে বাস্তবায়ন কর সম্ভব হলে তার সুদূরপ্রসারী ফল জাতি ভোগ করবে, এই আশাবাদ ব্যক্ত কর যায়। নকলমুক্ত পরীক্ষা গ্রহণ, যথাসময়ে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ, উপবৃত্তি প্রবর্তন ইত্যাদিকে সরকারের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক সাফল্য হিসেবে বিবেচনা করা যায়। অতঃপর আগামী ২০০৪ সাল থেকে স্কুল-কলেজ ও মাদ্রাসায় সেমিস্টার পদ্ধতি প্রবর্তনের ঘোষণার মাধ্যমে জনগণের দীর্ঘদিনের একটি দাবী-প্রত্যাশা পূরণের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এটি একটি যুগান্তকারী ঘোষণা।

গত রবিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আগামী ২০০৪ সাল থেকে স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসাসহ শিক্ষার সকল পর্যায়ে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করা হবে। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন করা হবে। সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ এম ওসমান ফারুক, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন ও শিক্ষা উপমন্ত্রী মোঃ আবদুস সালাম পিন্টুও উপস্থিত ছিলেন। সাংবাদিক সম্মেলনে তারা যেসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছেন, তাতে বর্তমান শিক্ষা পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায় এবং তারা শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি ও এর কারণগুলোর ওপরও আলোকপাত করেছেন। এই চরম শোচনীয় পরিস্থিতি হতে শিক্ষাকে উদ্ধার করার জন্য বর্তমান সরকারের সদিচ্ছার আলোকে গৃহীত বিভিন্ন পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাদির বিবরণ সম্মেলনে তুলে ধরা হয়েছে। এ সম্পর্কে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জানান যে, আগামীতে ইংরেজী মিডিয়াম ও কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠানগুলো মনিটর করা হবে। অনৈতিকতা রোধসহ পরিবেশ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং মাদকদ্রব্যের অপকারিতা তুলে ধরতে পাঠ্যপুস্তকে নতুন কোর্স সংযোজন করা হবে। প্রশ্ন পদ্ধতিকে আরও উন্নত করা হবে। পাঠ্যদান হবে উন্নত পদ্ধতিতে। এসব নতুনত্ব আনয়ন করা হলে শিক্ষার মান ও গুণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে বলে আশা করা যায়। কিন্তু এজন্য প্রয়োজন গৃহীত সকল পদক্ষেপ দ্রুত কার্যকর করা। সেমিস্টার পদ্ধতি মাদ্রাসায়ও প্রবর্তন করার জন্য দাবী উচ্চারিত হয়ে আসছিল। সেমিস্টার পদ্ধতি চালু হলে মাদ্রাসার ছাত্ররাও উপকৃত হবে। এই পদ্ধতিতে প্রতিটি শ্রেণীকে ছয় মাস বা এক বছর মেয়াদের সেশনে ভাগ করা হয়। প্রতিটি সেশনকে সেমিস্টার হিসেবে গণ্য করা হয় এবং প্রতিটি সেমিস্টারে নির্ধারিত সিলেবাসের ওপর পরীক্ষা নেয়া হয়। সব সেমিস্টারের ফলাফল সমন্বয়ের মাধ্যমে চূড়ান্ত ফল নির্ধারণ করা হয়। মাদ্রাসার জন্য এই পদ্ধতি নতুন হলেও সাধারণ শিক্ষার ন্যায় মাদ্রাসা শিক্ষা ক্ষেত্রেও এর শুভ প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যাবে। এ প্রসঙ্গে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে, মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়ন, আধুনিকায়ন, সংস্কার ও যুগোপযোগীকরণের লক্ষ্যে গঠিত সংস্কার কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক এবতেদায়ী শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বিতরণের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে। মাদ্রাসা ছাত্র-ছাত্রীদের এ দাবী পূরণের মাধ্যমে সরকার আরো একটি উত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, এসব ব্যবস্থার যথাযথ বাস্তবায়ন। এ ব্যাপারে সরকারের আন্তরিকতা ও সদিচ্ছা তখনই প্রমাণিত হবে যখন এসবের বাস্তবায়ন লক্ষ্য করা যাবে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ফাজিল-কামিল পর্যায়ের শিক্ষাকে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় আনার কথা শিক্ষামন্ত্রী উল্লেখ করেছেন। আমাদের মনে হয় এই ব্যবস্থা সাময়িকভাবে করার কথা রয়েছে স্থায়ীভাবে নয়। সে যাহোক, শিক্ষার সংস্কারে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে– এটাই সকলের প্রত্যাশা।